# বিশ্ব অর্থনীতির মন্দা ভারতে প্রভাব ফেলেনি

**নয়াদিল্লি, ১৪ ফেব্রুয়ারি :** বিশ্বজুড়ে আর্থিক মন্দা চললেও একমাত্র ভারতের অর্থনীতিতেই তার কোনও ক্ষতিকর প্রভাব পড়েনি। এর কারণ উপযুক্ত সরকারি নীতি। রবিবার দিল্লিতে এক অনুষ্ঠানে এই মন্তব্য করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

সমাজ সংস্কারক দয়ানন্দ সরস্বতীর ১৪০তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন মোদি। ওই অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বলেন, "বিশ্ব ব্যাঙ্ক, আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার (আইএমএফ)-সহ সকলেই স্বীকার করে নিয়েছে যে, গোটা বিশ্বেই এখন চরম অর্থনৈতিক সঙ্কট চলছে। এরই মধ্যে একমাত্র ব্যতিক্রম হল ভারত। অত্যন্ত দ্রুত হারে ভারতের অগ্রগতি হচ্ছে। এটা একমাত্র ব্যতিক্রমী ঘটনা, যেখানে গোটা বিশ্ব ক্রমশ পিছিয়ে পড়ছে সেখানে ভারতের উন্নয়ন ও অগ্রগতি অব্যাহত রয়েছে। বিশ্ববাসী মেনে নিয়েছে যে, সরকারের গৃহীত নীতির কারণেই বিশ্বের বৃহৎ অর্থনৈতিক শক্তিগুলির মধ্যে ভারতে সর্বাধিক দ্রুত হারে আর্থিক অগ্রগতি ঘটছে। একমাত্র উন্নয়নই পারে দারিদ্র, অশিক্ষার মতো বিভিন্ন সমস্যা থেকে আমাদের রক্ষা করতে।" এ ব্যাপারে তাঁর সরকারের নেওয়া বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক প্রকল্পের কথাও তুলে ধরেন মোদি বলেন, "মুদ্রা যোজনায় গোটা দেশে দু' কোটিরও বেশি মানুষ উপকৃত হয়েছেন। এই প্রকল্পের মাধ্যমে এক লক্ষ কোটিরও বেশি টাকা মানুষের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। সরকার মানুষকে আর্থিক সহযোগিতা করছে কারণ মানুষের প্রতি আমাদের বিশ্বাস আছে।" মোদি দাবি করেন, এই মুহূর্তে দেশের জনসংখ্যার ৬০ শতাংশের বয়স ৩৫ বছরের নিচে। তরুণ প্রজন্মের নিরিখে ভারতই বিশ্বে প্রথম। এই তরুণ শক্তিকে কীভাবে দেশের উন্নয়নে কাজে লাগানো যায় সরকার সেদিকে বিশেষ নজর দিচ্ছে। তরুণ প্রজন্মের দক্ষতা বাড়াতে সরকার একটি নতুন মন্ত্রক গঠন করেছে। ওই মন্ত্রক এ বিষয়ে যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। ২০৩০ সালের মধ্যে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রবীণ মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। দেশ সেই সুযোগ কাজে লাগাতে পারবে। আগামী দিনে দক্ষ, প্রযুক্তিগত শিক্ষায় শিক্ষিত বিপুল পরিমাণ মানবসম্পদ সরবরাহ করতে পারবে।

## দাবি নমো-র

**নয়াদিল্লিতে দয়ানন্দ সরস্বতীর ১৪০তম জন্মবার্ষিকী অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। রবিবার।**
—পিটিআই

প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, অনেকেই বলছেন, একবিংশ শতাব্দী ভারতের। আদতে এই শতাব্দী হল জ্ঞানের। জ্ঞানের ক্ষেত্রে ভারত সর্বদাই গোটা বিশ্বকে নেতৃত্ব দিয়েছে। বিশ্ববাসীর কাছে দেশের মুখ উজ্জ্বল করতে যুব সম্প্রদায়ের কাছে আহ্বান জানান মোদি। এ ব্যাপারে উপযুক্ত দক্ষতা ও কারিগরি জ্ঞানকে হাতিয়ার করতে পরামর্শ দেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, "এই মুহূর্তে দেশবাসী 'পাবলিক সেক্টর' ও 'প্রাইভেট সেক্টর' এই দুই সেক্টর সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। কিন্তু এবার 'পার্সোনাল সেক্টর' নামে আরও একটি নতুন সেক্টর চালু করা হবে। কারণ আমরা চাই মানুষ স্বনির্ভর ও স্বনিযুক্ত হয়ে উঠুক। যুব সম্প্রদায় চাকরি খুঁজবে না বরং তারা চাকরি সৃষ্টি করবে। মানুষকে স্বনির্ভর করে তুলতে সরকার জনধন যোজনা চালু করেছে এবং এই প্রকল্পে ৩০ হাজার কোটি টাকারও বেশি জমা পড়েছে। ৬০ শতাংশ মানুষের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ছিল না। দেশের সবচেয়ে দরিদ্র মানুষটিও যাতে অ্যাকাউন্ট খুলতে পারেন সে জন্য 'শূন্য' ব্যালেন্সে এই অ্যাকাউন্ট খোলার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। গ্রামীণ মহাজনদের হাত থেকে মানুষকে রক্ষা করতেই এই প্রকল্প।"

## টুকরো খবর

### থারুরকে জেরা

**নয়াদিল্লি :** প্রায় এক বছর পর ফের পুলিশি জেরার সম্মুখীন হলেন কংগ্রেসের প্রাক্তন মন্ত্রী শশী থারুর। তাও আবার যেসে জেরা নয়। রীতিমতো পাঁচ ঘণ্টার লাগাতার জিজ্ঞাসাবাদ। যদিও দিল্লি পুলিশের বিশেষ তদন্তকারী দলের তরফে জানানো হয়েছে, সুনন্দা পুষ্করের মৃত্যুরহস্যের তদন্ত করতে নয়, বরং এই মৃত্যুরহস্যের সঙ্গে শশী অথবা তাঁর সহকারীদের যোগাযোগের হদিশ পেতেই শনিবার মারাথন জিজ্ঞাসাবাদের সামনে পড়তে হয় তাঁকে। এদিন থারুরকে বসন্ত বিহারে দেখা করার জন্য সমন পাঠানো হয়। থারুরের থেকে পুলিশ অ্যালপ্রাক্স ট্যাবলেটের উৎস সম্পর্কে জানতে চেয়েছে। এই ওষুধের অত্যধিক প্রয়োগের ফলেই সুনন্দার মৃত্যু হয়েছিল বলে ডাক্তারি পরীক্ষায় ইঙ্গিত করা হয়েছে। সুনন্দার দেহের আঘাতের চিহ্ন নিয়েও প্রশ্ন করা হয়েছে।

### জবাবে অসম্মতি

**নয়াদিল্লি :** জাতীয় তদন্তকারী সংস্থার প্রশ্নের জবাব দেবে না মুম্বই হামলায় দোষী সাব্যস্ত ডেভিড কোলম্যান হেডলির স্ত্রী ও তার বিসনেজ পার্টনার। ব্যক্তিগত কারণেই দু'জনেই প্রশ্নের জবাব না দেওয়ার কথা জানিয়েছে। এনআইএ হেডলির স্ত্রী শাজিয়া ও রেমণ্ড স্যান্ডারকে ২৬/১১ কাণ্ডে হেডলির ভূমিকার বিষয়ে কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার আর্জি জানানো হয়। দু'জনেই সরাসরি 'না' বলে দিয়েছে। মার্কিন আইন অনুযায়ী, কোনও মামলায় অভিযুক্ত নন, তিনি বিদেশি তদন্তকারী সংস্থার প্রশ্নের উত্তর না-ও দিতে পারেন।

### পুতিন-ওবামা কথা

**মস্কো :** সিরিয়া সমস্যার বিষয়ে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ও মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার মধ্যে টেলিফোনে আলোচনা হয়েছে। ক্রেমলিনের তরফে জানানো হয়েছে, পুতিনই মার্কিন প্রেসিডেন্টকে ফোন করেন। দু'জনের মধ্যে বেশ কিছুক্ষণ কথা হয়। দু'জনই সমস্যার সমাধানসূত্র দেন।

### নিউজিল্যান্ডে কম্পন

**ওয়েলিংটন :** নিউজিল্যান্ডের ক্রাইস্টচার্চে রবিবার অনুভূত হল ভূকম্পন। রিখটার স্কেলে এর তীব্রতা ছিল ৫.৮। যদিও সুনামির কোনও সতর্কবার্তা নেই। কোনও ক্ষয়ক্ষতির খবর নেই। ২০১১ সালের পর ফের এদিন কম্পন অনুভূত হয়। ভূকম্পের কেন্দ্রস্থল শহরের পূর্বপ্রান্তে। সুনামির সতর্কবার্তা না থাকলেও প্রশাসন তৈরি রয়েছে বলে জানা গিয়েছে। ২০১১ সালের কম্পনে প্রাণ হারান ১৮৫জন।

### সেলফিতে মৃত্যু

**নাসিক :** জলাধারে নেমে সেলফি তুলতে গিয়ে ডুবে গিয়ে মৃত্যু হয়েছে এক কলেজ পড়ুয়ার। আর ওই পড়ুয়াকে বাঁচাতে গিয়ে মৃত্যু তাঁর বন্ধুরও। পুলিশ জানিয়েছে ঘটনাটি ঘটেছে নাসিক জেলার একটি বাঁধে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, কলেজ পড়ুয়া সৌরভ জগন্নাথ চুলভরা সেলফি তুলতে গিয়ে হঠাৎই ডুবে যান। তাঁকে বাঁচাতে গিয়ে অজিঙ্ক বাসুদেব গায়কোয়াড় মারা যান।

### ফের ফাইল প্রকাশ

**নয়াদিল্লি :** ফের প্রকাশ পেতে চলেছে নেতাজি সংক্রান্ত গোপন ফাইল। সম্ভবত এ মাসের শেষেই ২৫টি গোপন ফাইল প্রকাশ পেতে পারে। রবিবার এ কথা জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি মন্ত্রী মহেশ শর্মা। তিনি জানিয়েছেন, প্রতি মাসেই গোপন ফাইল প্রকাশ করা হবে। এ মাসেও ফাইল প্রকাশ করা হবে। এ বছরই ২৩ জানুয়ারি কেন্দ্রের হাতে থাকা কয়েকটি গোপন ফাইল প্রকাশ করা হয়েছে।

### সন্ত্রাস মোকাবিলায়

**নয়াদিল্লি :** সন্ত্রাস মোকাবিলায় এবার ভিভিআইপিদের সুরক্ষায় থাকা ৬০০ কম্যান্ডোকে ফেরত নিল এনএসজি বা ন্যাশনাল সিকিউরিটি গার্ড। সম্প্রতি পাঠানকোট হামলার পরিপ্রেক্ষিতেই এই প্রথমবার এমন পদক্ষেপ নেওয়া হল। এমনকী, স্পেশাল অ্যাকশন গ্রুপে (এসএজি)-ও কাজ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

### মহাত্মাকে সম্মান

**হিউস্টন :** অহিংসা ও শান্তির পক্ষে আজীবন লড়াইয়ের জন্য 'জাতির জনক' মহাত্মা গান্ধীকে সম্মান জানাতে চলেছেন কলোরাডো স্টেটের আইনপ্রণেতারা। শুক্রবার হিউস্টনের হাউস অফ রিপ্রেজেন্টেটিভ এবং সেনেট সর্বসম্মতভাবে এ বিষয়ে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। ভারতীয় কনসাল জেনারেল হরিশ পারভাথাননি জানিয়েছেন, এখনও গান্ধীর মতাদর্শ সমানভাবে যুগোপযোগী।

### মৃতরা লস্করের

**শ্রীনগর :** কুপওয়াড়ায় সেনা-জঙ্গি সঙ্ঘর্ষে নিহতরা লস্কর-এ-তৈবার সদস্য বলে রবিবার জানাল সেনাবাহিনী। জঙ্গিদের ডেরা থেকে উদ্ধার হওয়া অস্ত্রসামগ্রীগুলিও লস্করেরই বলে জানালেন শ্রীনগর ভিত্তিক চিনার পুলিশের জিএসি লেফটেন্যান্ট জেনারেল সতীশ দুয়ার।

### বিসর্জনে মৃত্যু

**রাঁচি :** সরস্বতী প্রতিমা বিসর্জন দিতে গিয়ে পথদুর্ঘটনায় মৃত্যু হল ১০ জনের। জখম ১৫। রবিবার সন্ধ্যায় ঝাড়খণ্ডের গিরিডিতে ঘটনাটি ঘটেছে। গিরিডি বাগোদর গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোডে একটি ট্রেলর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে প্রতিমা বিসর্জন দিতে যাওয়া একটি শোভাযাত্রায় হুড়মুড়িয়ে ঢুকে পড়ে ধাক্কা মারলে বিপত্তি ঘটে।

# আইসিইউতে ঢুকে প্রসূতিকে ধর্ষণ হরিয়ানায়

**বাহাদুরগড় (হরিয়ানা), ১৪ ফেব্রুয়ারি:** বেসরকারি হাসপাতালের আইসিইউতে ঢুকে সদ্য প্রসূতিকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠল। ঘটনাটি ঘটেছে হরিয়ানার ঝাজ্জরের বাহাদুরগড়ে শনিবার গভীর রাতে। ওই প্রসূতি চিৎকার করা সত্ত্বেও ঘটনার সময় কেউ সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়নি বলে অভিযোগ করেছেন ওই নিগৃহীতা। সিসিটিভির ফুটেজে অভিযুক্তের ছবি ধরা পড়েছে। বছর বাইশের ওই প্রসূতির অভিযোগের ভিত্তিতে ফুটেজ ধরে তদন্ত শুরু করলেও এখনও পর্যন্ত পুলিশ কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি। এই ঘটনায় রাজ্যের বেসরকারি হাসপাতালগুলিতে রোগিণীদের নিরাপত্তা নিয়ে বড় প্রশ্নচিহ্ন দেখা দিয়েছে। পাশাপাশি, বাহাদুরগড়েরই অন্য একটি হাসপাতালে একই ধরনের ঘটনা ঘটেছে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

সিসিটিভির ফুটেজ পরীক্ষা ও হাসপাতালের কর্মীদের জিজ্ঞাসাবাদের ভিত্তিতে পুলিশ জানিয়েছে, অস্ত্রোপচারে কন্যাসন্তানের জন্ম দেওয়ার পর এক পুলিশকর্মীর স্ত্রীকে হাসপাতালের আইসিইউতে স্থানান্তর করা হয়। শনিবার রাত সাড়ে তিনটে নাগাদ বাহাদুরগড়ের ওই হাসপাতালের বাইরে একটি গাড়ি এসে দাঁড়ায়। গাড়ি থেকে নেমে বিনা বাধায় হাসপাতালের ভিতরে ঢুকে পড়ে এক ব্যক্তি। হাসপাতালের নিরাপত্তারক্ষীকে ওই ব্যক্তি জানায়, সে ওই হাসপাতালের চিকিৎসক। আইসিইউতে রোগীদের দেখতে এসেছে। এরপরই সরাসরি আইসিইউতে ঢুকে পড়ে ওই ব্যক্তি। ধর্ষণের পর দিব্যি হাসপাতাল থেকেও বেরিয়েও যায় সে। সিসিটিভির ফুটেজে দেখা গিয়েছে, ওই দুষ্কৃতী হাসপাতালের বাইরে রাখা গাড়িতে উঠে যায়। ওই হাসপাতালের পাশেই আরও একটি হাসপাতালে একই ধরনের ঘটনা ঘটে। তবে সেখানে মহিলা বিপদ বুঝে অ্যালার্ম বাজালে দুষ্কৃতকারী পালিয়ে যায়। সেক্ষেত্রেও হাসপাতালের সিসিটিভি ফুটেজে দুষ্কৃতীকে দেখা গিয়েছে। অভিযোগ পেয়েই হাসপাতালের সিসিটিভি ফুটেজ নিয়ে তদন্ত শুরু হয়েছে।

# দিল্লিতে সিপিএম অফিসে হামলা, নিন্দা ইয়েচুরির

**হামলার পর এ কে গোপালন ভবনের সামনে পুলিশি প্রহরা। রবিবার।**

**নয়াদিল্লি, ১৪ ফেব্রুয়ারি :** দিল্লিতে একদল যুবকের হাতে আক্রান্ত হল সিপিএমের সদর দফতর এ কে গোপালন ভবন। এ ঘটনায় পুলিশ এক যুবককে আটক করেছে। বামপন্থী দলগুলি এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করেছে।

সংসদে হামলার মূলচক্রী আফজল গুরুর ফাঁসির প্রতিবাদে জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে এক বিক্ষোভের ঘটনাকে কেন্দ্র করে গত কয়েক দিন তীব্র রাজনৈতিক উত্তেজনা রয়েছে দিল্লিতে। জেএনইউয়ের ছাত্র সংসদের সভাপতি কানহাইয়া কুমারের গ্রেফতারির ঘটনায় সরব হয়েছে সিপিএম। সে কারণেই সিপিএমের সদর দফতর এ কে গোপালন ভবনে রবিবার তিন যুবক হামলা চালায় বলে মনে করা হচ্ছে। এদিন তিন যুবক এ কে গোপালন ভবনের সামনে এসে সিপিএমকে দেশবিরোধী বলে স্লোগান দেয়। গোপালন ভবন লক্ষ্য করে পাথর ছোড়ে। পরে এ কে গোপালন ভবনের সামনে থাকা বোর্ডে কালি লেপে দেয়। সিপিএম এই ঘটনাকে বিজেপি ও আরএসএসের চক্রান্ত বলে জানিয়েছে। অন্যদিকেপুলিশ জানিয়েছে, ধৃত যুবক সুশান্ত খোলসা আম আদমি সেনার সদস্য বলে জানিয়েছে। সিপিএম অফিসে হামলার কথা স্বীকার করে নিয়ে দিল্লি পুলিশের ডেপুটি কমিশনার (নর্থ) যতীন নারওয়াল বলেছেন, "এদিন তিন যুবক সিপিএমের সদর দফতরে হামলা করে। অফিসের মেঝে ও বোর্ডে কালি লেপে দেয়। পরে সিপিএম কর্মীরা একজনকে ধরে পুলিশের হাতে তুলে দেয়। তবে বাকি দু'জন পালিয়ে গিয়েছে। ঘটনাটির তদন্ত চলছে।" এদিনের হামলার তীব্র নিন্দা করে সিপিএমের সাধারণ সম্পাদক সীতারাম ইয়েচুরি বলেন, "যুবকেরা আমাদের অফিসের বোর্ডে পাকিস্তান জিন্দাবাদ ধরনের স্লোগান লেখার চেষ্টা করেছিল। তবে আমাদের দলীয় কর্মীরা তাদের বাধা দেয়। শেষ পর্যন্ত একজনকে ধরে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। আমরা এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করছি। গান্ধীজির খুনের ঘটনাকে যারা সমর্থন করে সেই আরএসএস এখন সিপিএমের মতো সর্বাধিক ধর্মনিরপেক্ষ দলের গায়ে কালি লেপার চেষ্টা করছে। গান্ধীজির খুনিদের কাছ থেকে আমাদের কোনও শংসাপত্রের দরকার নেই। আমরা রাজনৈতিকভাবেই এই চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করব। গোটা দেশে আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে সঙ্ঘ যে জটিলতা তৈরি করেছে তা থেকে মানুষের নজর ঘোরাতেই তারা সাম্প্রদায়িকতার রাজনীতি করছে।" সিপিআইয়ের সাধারণ সম্পাদক ডি রাজাও ঘটনার কড়া নিন্দা করেছেন।

# সফল অর্থমন্ত্রী মনমোহন প্রধানমন্ত্রী হিসাবে ব্যর্থ, ফের কটাক্ষ জেটলির

**মুম্বই, ১৪ ফেব্রুয়ারি :** দেশের অর্থমন্ত্রী হিসাবে এক 'মহান দায়িত্ব' পালন করেছিলেন মনমোহন সিং কিন্তু তিনি প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর দেশের সংস্কার প্রক্রিয়া বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। এভাবেই প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংয়ের সমালোচনা করলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি।

রবিবার মুম্বইয়ে সিএনএন এশিয়া বিজনেস ফোরামের এক অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার ফাঁকে জেটলি বলেন, "অর্থমন্ত্রী হিসাবে মনমোহন সিং অনেক বড়মাপের কাজ করেছিলেন। সময়ের প্রয়োজন মেনে সংস্কার কাজ শুরু করেছিলেন তিনি। কিন্তু মনমোহন সিং প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর সেই সংস্কার কাজ বন্ধ হয়ে যায়।" সম্প্রতি সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে মনমোহন সিং অভিযোগ করেছিলেন, নরেন্দ্র মোদি সরকার বিরোধীদের সঙ্গে কোনও কথাবার্তাই বলে না। দেশের আর্থিক উন্নতির জন্য এই সরকার যথেষ্ট সদর্থক পদক্ষেপ করেনি। এই সরকারের কোনও বিষয়েই আস্থা নেই। সরকার যে দেশবাসীর ভালর জন্য কাজ করছে, প্রধানমন্ত্রীর উচিত সকলের মনে এই ভরসা জোগানো। তবে জেটলি শনিবার ফেসবুকে মনমোহনের ওই অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'পূর্ববর্তী ইউপিএ সরকার সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে একেবারে অক্ষম ছিল। কিন্তু এনডিএ সরকারের আমলে সেই পরিস্থিতির আমূল পরিবর্তন হয়েছে। গোটা বিশ্বে দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হয়েছে। অন্যদিকে গুরুত্বপূর্ণ পণ্য পরিষেবা বিল (জিএসটি) নিয়ে কংগ্রেস রাজনীতি করছে। ইউপিএ আমলে মনমোহন সিং প্রধানমন্ত্রী হলেও সরকার চালাতে তাঁর কোনও কথাই খাটত না। কংগ্রেসের সদর দফতর ২৪ নম্বর আকবর রোডে বসে সরকার চালানোর বিষয়ে সব সিদ্ধান্ত নেওয়া হত। কিন্তু এনডিএ সরকারে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিই শেষ কথা বলেন। সর্বশক্তি দিয়ে দেশের আর্থিক উন্নয়ন সুনিশ্চিত করাই এই সরকারের মূল লক্ষ্য। কারণ সরকার চায় দেশ থেকে দারিদ্র দূর করতে। মোদি সরকার ক্ষমতায় আসার পর দ্বিতীয় প্রজন্মের সংস্কার কাজ চলছে। সরকার এই কাজ চালিয়ে যাবে।' জেটলি আরও বলেন, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী বা রাষ্ট্রপতি কখনওই খুব একটা মুখ খোলেন না। কিন্তু তাঁরা যখন কোনও কথা বলেন তখন সেটা সকলেই গভীর মনোযোগ দিয়ে শোনেন। কারণ তাঁরা গোটা দেশের চেতনাকে তুলে ধরেন। বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থের কথা ভেবে তাঁদের উচিত নিরপেক্ষ ও গঠনমূলক পরামর্শ দেওয়া। এমনকী নিজের দলকেও সেই পথে চালিত করা। অন্যদিকে বিজনেস ফোরামের অনুষ্ঠানে এদিন আরও একবার ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার সংস্কারে জোর দেন জেটলি।

# নৈশভোজে মোদি, আমির!

**মুম্বই, ১৪ ফেব্রুয়ারি :** প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও বলিউড তারকা আমির খান একসঙ্গে নৈশভোজ সারলেন। অবাক হওয়ার কিছু নেই। মোদি আয়োজিত এই নৈশভোজে আমন্ত্রিত অতিথিদের মধ্যে ছিলেন আমির, যিনি অসহিষ্ণুতা নিয়ে বারবার বিতর্কে জড়িয়েছেন। আমির খান ছাড়াও এদিন উপস্থিত ছিলেন অভিনেত্রী কঙ্গনা রানাওয়াত। এই ব্যক্তিগত নৈশভোজটি ছিল তার্ফ ক্লাবে। বেশিরভাগ পদস্থ নেতানেত্রীরা, বিভিন্ন দেশের আমলা ও রাজনীতিবিদরা ও বেশকিছু শিল্পপতি উপস্থিত ছিলেন এই নৈশভোজের আসরে।

এই তথাকথিত 'হাই প্রোফাইল' আসরে কোনও গণমাধ্যম উপস্থিত ছিলনা। নরেন্দ্র মোদি গত সপ্তাহেই 'মেক ইন ইন্ডিয়া' সপ্তাহ শুরু করেন। তার অংশ হিসাবেই নৈশভোজের এই আয়োজন। তারকা আমির খান যিনি বারবার অসহিষ্ণুতা ইস্যুতে সরব হয়েছেন। অভিযোগ জানিয়েছেন, নানা ঘটনার কথা উল্লেখ করে বলেছেন তাঁকে ও তাঁর স্ত্রী কিরণ রাও কে হুমকি দেওয়া হচ্ছে। তাঁর নৈশভোজে আসা উল্লেখযোগ্য বলেই মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। তবে আমির এদিন বলেছেন, "দেশে কোনও অসহিষ্ণুতা নেই।" কঙ্গনাও কিছুদিন আগেই বলেছিলেন, "ভারতে বাক স্বাধীনতার অর্থ মানে যে কেউ যে কাউকে যা ইচ্ছে বলে অপমান করবে তা নয়।" অভিনেতারা কে কী বলছেন, তা নিয়ে তাঁদের সজাগ থাকার কথাও বলেছিলেন এই অভিনেত্রী।

# গুজরাতে আক্রান্ত শাহরুখ

**আমেদাবাদ, ১৪ ফেব্রুয়ারি :** আমেদাবাদের লাক্সারি হোটেলের সামনে বলিউড তারকা শাহরুখ খানের গাড়িতে ভাঙচুর চালাল একদল বিএইচপি কর্মী। পার্কিং এলাকায় রাখা ছিল গাড়িটি। শাহরুখের বিরুদ্ধে স্লোগান দিতে দিতে বিএইচপি কর্মীরা অভিনেতার গাড়ি লক্ষ্য করে পাথর ছোড়ে। ভাঙচুর চালায়। বাদশার পরবর্তী ছবি রইস-এর শুটিং চলছে গুজরাতে। অসহিষ্ণুতা নিয়ে সরব হয়েছেন শাহরুখ। এরই প্রতিবাদে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কর্মীদের এই বিক্ষোভ কর্মসূচি। সিনেমার কলাকুশলীরা প্রত্যেকে এই হোটেলেই রয়েছেন। শাহরুখ ছিলেন না সেই সময়। তিনি সন্ধেয় হোটেলে আসেন। সাতজনের বিরুদ্ধে দাঙ্গা ছড়ানো ও সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতি ও নষ্টের অভিযোগে এফআইআর রুজু করা হয়েছে। যারা এই ভাঙচুর চালায় তারা বিএইচপির একটি শাখা সংগঠনের কর্মী বলেই পুলিশ জানিয়েছে। সহ-পুলিশ কমিশনার বি ইউ জাদেজা বলেন, "হায়াত রিজেন্সির মুক্ত পার্কিং এলাকায় সকালের দিকে ৮-১০ জন এসে পাথর ছুড়ে মারেন বলিউড হার্টথ্রবের গাড়ি লক্ষ্য করে। পুলিশ এসে পৌঁছনোর আগেই পালিয়ে যায় তারা। শাহরুখের গাড়ির উইন্ডস্ক্রিনটি ভালরকম ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এই ঘটনায়। ভুজে শুটিং চলছিল। শাহরুখ যে একাই এই হোটেলে থাকবেন, এমনটা নয়। তাঁর সহকর্মীরাও প্রত্যেকে এই একই হোটেলে ছিলেন।"

# ফাইটার জেট বিক্রি, সাফাই দিল আমেরিকা

**মুম্বই ও ইসলামাবাদ, ১৪ ফেব্রুয়ারি:** পাকিস্তানকে এফ-১৬ যুদ্ধবিমান বিক্রির মার্কিন সিদ্ধান্ত ঘোষণায় ভারতের অসন্তোষ প্রকাশের পরদিনই ঘটনার ড্যামেজ কন্ট্রোলে নেমে পড়ল আমেরিকা। বিমান বেচার ঘোষণাকে 'পূর্ব নির্ধারিত প্রক্রিয়ার অঙ্গ' বলে রবিবার সাফাই গেয়েছেন ভারতের মার্কিন রাষ্ট্রদূত রিচার্ড ভার্মা। তবে একইসঙ্গে সন্ত্রাস দমনে ইসলামাবাদকে তার কর্তব্য পালনের কথাও স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন ভার্মা। বলেছেন, পাকিস্তানে বহু বিপজ্জনক জঙ্গিগোষ্ঠী গা-ঢাকা দিয়ে রয়েছে। তাই দেশের মাটিকে জঙ্গি-কবলমুক্ত করতে আরও উদ্যোগী হতে হবে পাক-প্রশাসনকে। অন্যদিকে, গোটা ঘটনায় নয়াদিল্লির প্রতিক্রিয়াকে 'হতাশাজনক' বলে বর্ণনা করেছে ইসলামাবাদ। পাক বিদেশ মন্ত্রক জানিয়েছে, ভারত বিশ্বের বৃহত্তম সমরাস্ত্র আমদানিকারী দেশ। ভারতের যুদ্ধাস্ত্রের বহরও 'অনেক বড়'। তাই, আমেরিকার থেকে যুদ্ধবিমান কেনার পাক উদ্যোগে ভারতের ক্ষোভপ্রকাশে ইসলামাবাদ 'বিস্মিত'। পাক বিদেশ মন্ত্রকের তরফে জারি করা এক বিবৃতিতে এদিন বলা হয়েছে, "ভারতের সেনাবাহিনী বিশাল। তাদের সমরাস্ত্রের বহরও আমাদের তুলনায় অনেক বড়। শুধু তাই নয়, ভারত বিশ্বের বৃহত্তম যুদ্ধাস্ত্র ও প্রতিরক্ষা সামগ্রী আমদানিকারক দেশ। তা সত্ত্বেও ভারতের এই প্রতিক্রিয়ায় আমরা হতাশ ও বিস্মিত।"

# জেএনইউতে হাফিজ সঙ্গদের

একের পাতার পর

অন্যদিকে কানহাইয়ার অসুস্থ শয্যাশায়ী বাবা জয়শঙ্কর সিং বলেছেন, "হিন্দুত্ববাদী রাজনীতির বিরোধিতা করার কারণেই আমার ছেলেকে ফাঁসানো হয়েছে। কানহাইয়া কখনওই দেশদ্রোহী হতে পারে না। রবিবার কংগ্রেস নেতা সলমন খুরশিদ জানান, কয়কে জন পাগল পাগলামি করে হিন্দুস্থান মুর্দাবাদ বলল তাতে ভারতের কিচ্ছু এসে যায় না ভারতের গায়ে কোনও আঁচ পড়বে না। এরা বিপথগামী রাজনীতির শিকার। সিপিআই নেতা ডি রাজার অভিযোগ, তাঁর মেয়ে জেএনইউ তে এআইএসএফ ছাত্র ইউনিয়নের নেত্রী। এই আন্দোলনে যোগ দেওয়ার অপরাধে তাঁর মেয়েকে দেশদ্রোহী তকমা লাগিয়ে হেনস্থা করা হচ্ছে। রবিবার রাজনাথ বলেন, "বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে ঘটনার পিছনে যে লস্কর নেতা হাফিজের মদত ছিল গোটা দেশ তা বুঝতে পারছে। এটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা। তবে সরকার কখনওই এ ধরনের দেশ-বিরোধী কার্যকলাপ মেনে নেবে না। কোনও রাজনৈতিক দলেরই উচিত নয়, এ ধরনের ঘটনাকে প্রশ্রয় দেওয়া বা ওই ঘটনা থেকে রাজনৈতিক ফায়দা লোটা। বরং দেশের সংহতি বিপন্ন হতে পারে এ ধরনের কোনও ঘটনায় সব দলেরই উচিত একসুরে কথা বলা।" স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর এ হেন মন্তব্যে সমালোচনার মুখে পড়ে সন্ধ্যায় মন্ত্রক থেকে জানানো হয়েছে, বিভিন্ন সূত্রে থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতেই এই মন্তব্য। রাজনাথ এদিন জোরের সঙ্গেই জানান, জেএনইউয়ের ঘটনায় কেউ দোষী সাব্যস্ত হলে তাকে ছাড়া হবে না। এই ঘটনার প্রেক্ষিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকরা সাধারণ মানুষের কাছে এক আবেদনে জানিয়েছেন, তাঁরা যেন জেএনইউকে 'দেশবিরোধী' বলে মনে না করেন। অভিনেতা অনুপম খের বলেছেন, "দেশের ঐক্য ও সংহতি নিয়ে খেলা করার অধিকার কারও নেই। বাকস্বাধীনতা মানে কখনওই দেশের সংহতি বিপন্ন করা নয়। জেএনইউয়ের মতো বিশ্ববিদ্যালয়ে কীভাবে এ ধরনের ধ্বংসাত্মক স্লোগান দেওয়া হয়?" শনিবার কংগ্রেস নেতা আনন্দ শর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ে গেলে সেখানে পরিস্থিতি জটিল হয়। সেই ঘটনার প্রেক্ষিতে এবিভিপি সমর্থকরা এদিন উপাচার্য কে কস্তুরিরঙ্গনের সঙ্গে দেখা করে বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে রাজনৈতিক নেতাদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করার দাবি জানান। এদিকে ঘটনার গুরুত্বের কথা মাথায় রেখে বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরের ঘটনার তদন্তভার স্পেশাল সেলের হাতে তুলে দিতে পুলিশ কমিশনার বি এস বাসিকে অনুরোধ করেছেন ডিসিপি (দক্ষিণ) প্রেম নাথ। দিল্লির অরবিন্দ কেজরিওয়াল সরকার অবশ্য ইতিমধ্যেই এই ঘটনার বিচারবিভাগীয় তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে। রবিবার বিকেলে দিল্লিতে সিপিএমের কেন্দ্রীয় দফতর গোপালন ভবনে পাকিস্তান-বিরোধী স্লোগান দিতে দিতে হামলা চালায় একদল দুষ্কৃতী। দফতরের বাইরে বোর্ডে লিখে দেওয়া হয় 'পাকিস্তান মুর্দাবাদ'।

# প্রাক্তন মাওবাদীদের

একের পাতার পর

যারা হতাশায় অস্ত্র তুলে নিচ্ছিল, সেই সব যুবদের যুক্ত করা হয় সরকারি কাজে। পুলিশে চাকরি পায় অন্তত দশ হাজার। বাম আমলে বঞ্চনার সুযোগ নিয়ে গ্রামে গ্রামে আশ্রয় পেত মাওবাদীরা। কিন্তু মমতার জমানায় ছবিটাই বদলে গিয়েছে। গ্রামে আশ্রয় পাওয়া যাচ্ছে না বলে ঝাড়খণ্ড সীমানা পেরোতে ভরসা পাচ্ছে না ওই রাজ্যে লুকিয়ে থাকা স্কোয়ার্ড। যদিও তাদের শক্তিও আগের মতো নেই। তাও বিধানসভা ভোট এসে পড়ায় কোনও ঝুঁকি নিতে চাইছে না পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, পুরুলিয়ার জঙ্গলমহলের প্রশাসন। এখনও পর্যন্ত যা খবর, তাতে মাওবাদীদের কোনও স্কোয়াডই রাজ্যে নেই। কিন্তু মদন, শ্যামল, রঞ্জিত পালদের গ্রুপ বাইরে থেকে সক্রিয় বলে গোয়েন্দাদের কাছে খবর। ওড়িশা-বাংলা সীমান্তে এক মাও নেত্রীর স্কোয়াডও রয়েছে। কিন্তু যেহেতু যৌথ বাহিনী খুবই সক্রিয়, সেই জন্য অন্য রাজ্য থেকে কোনও স্কোয়াড ঢুকতে পারছে না। শুধু কিষানজির মৃত্যুই নয়, সুচিত্রা মাহাতো, জাগরি বাস্কে, রঞ্জন মুন্ডা, কাঞ্চনসহ মাওবাদীদের প্রায় সব বড় নেতাই পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। ফলে নেতৃত্বহীনতায় জঙ্গলের মাও সংগঠন ভেঙে গিয়েছে। এই মুহূর্তে জঙ্গলমহলে প্রায় ৩৫ কোম্পানির মতো কেন্দ্রীয় বাহিনী রয়েছে। রয়েছে রাজ্যে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অন্তত দশ হাজার পুলিশ। এই বাহিনী ভোটের পক্ষে যথেষ্ট বলে মনে করা হচ্ছে। তবে প্রশাসন সূত্রে খবর, কোনও ঝুঁকি না নিয়ে ভোটের আগে জঙ্গলমহলে আচমকা চিরুনি তল্লাশি অভিযান হবে। এরপর সিল করে দেওয়া হবে ঝাড়খণ্ড ও ওড়িশা সীমান্ত। প্রশাসন মনে করছে, গত কয়েকবারের মতো এবার জঙ্গলমহলে ভোট হবে একদিনে। ফলে সেই মতোই প্রস্তুতি নিচ্ছে প্রশাসন।

# মেক ইন ইন্ডিয়ার

একের পাতার পর

মুখ্যমন্ত্রী ফড়নবীশ দাঁড়িয়ে থেকে অগ্নিনির্বাপণ অভিযানে নেতৃত্ব দেন। এজন্য তাঁর প্রশংসা করেছেন অভিনেতা আমির খান ও বিবেক ওবেরয়। নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্নের মুখে মহারাষ্ট্রের বিজেপি সরকারও। কারণ, আজকের দুর্ঘটনা সরকারের কাছে স্রেফ মামুলি কোনও দুর্ঘটনা নয়। এই দুর্ঘটনায় জোরালো ধাক্কা লেগেছে মেক ইন ইন্ডিয়া ব্র্যান্ডে। যার সুদূরপ্রসারী প্রভাব পড়ার আশঙ্কা রয়েছে দেশের বিনিয়োগে ও অর্থনীতিতে। গভীর রাত পর্যন্ত পুলিশি তদন্তে আতসবাজি থেকে আগুন লাগার তত্ত্ব জোরালো হয়নি। ফলে যে প্রশ্নটা সামনে আসছে তা হল, সরকার ও দেশের অর্থনীতির ক্ষতি করতে নাশকতা চালাল কারা? কাদের হাত রয়েছে এর পিছনে? ত্রিস্তরীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থার ফাঁক গলে আগুন কি লাগানো হয়েছিল? অতীতের অভিজ্ঞতা বলছে, মুম্বইয়ের অন্ধকার জগৎকে কাজে লাগিয়ে প্রতিবেশী দেশের গুপ্তচর চক্র এরকম ঘটনা ঘটাতে খুব দক্ষ। যে অনুষ্ঠানে গোটা বলিউডের পাশাপাশি ৬০টি দেশের প্রতিনিধি হাজির। রয়েছেন আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নামী-দামি ব্যুরোক্র্যাট ও টেকনোক্র্যাটরা। সেখানে ভারত সরকার ও তার 'ব্র্যান্ড' মেক ইন ইন্ডিয়ার আক্ষরিক অর্থেই মুখ পোড়ালে বড় ধাক্কা দেওয়া যাবে ভারতের ঈর্ষণীয় আর্থিক বৃদ্ধিকে। তাই 'দুর্ঘটনা' তত্ত্বের চেয়ে বেশি শক্তিশালী হয়ে উঠেছে 'ষড়যন্ত্র' তত্ত্বই।

# বার্লিন চলচ্চিত্র উৎসবে বাংলার মুখ অলকানন্দা

**নির্মল ধর ● বার্লিন**

বার্লিন ফিল্ম উৎসবের মূল কাঠামোর মধ্যে না হলেও উৎসবের অন্যতম অংশ ট্যালেন্ট ক্যাম্পাসে অন্তত দশজন ভারতীয়র নাম দেখা গেল। তার মধ্যে একমাত্র বাঙালি নাম অলকানন্দা দাশগুপ্ত। পরিচয় : ফিল্মের সুরকার। অন্যতর পরিচয় পরিচালক বুদ্ধদেব দাশগুপ্তর কন্যা। এখন মুম্বইবাসী। ওখানেই হিন্দি সিনেমায় প্রায় নিয়মিতই সুর দিচ্ছেন। বাবার ছবিতেও সুর দেওয়ার দায়িত্ব অলকানন্দার। ১৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ছয় দিনের ওয়ার্কশপে অংশ নিচ্ছেন তিনি। উৎসবে কলকাতার মুখ বলতে এই মুহূর্তে শুধু অলকানন্দাই। আর রয়েছেন মুম্বইয়ের অভিনেত্রী নীহারিকা সিং। যিনি প্রয়াত বাপ্পাদিত্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সোহরা ব্রিজ' ছাড়াও বিখ্যাত ছবি 'মিস লাভলি'তেও বছর দুই আগে অভিনয় করেছেন। সেই নীহারিকাও রয়েছেন ট্যালেন্ট ক্যাম্পাসে অভিনেত্রী বিভাগে।

ভারতীয় সিনেমার আরও একটা ক্ষীণ যোগ দেখতে পাচ্ছি 'বাজার' বিভাগে। সাকুল্যে সাতটি 'ভারতীয়' ছবি রয়েছে বিভিন্ন পরিবেশকের ঘরে। রয়েছে কলকাতার 'কিউ'-এর পরিচালনায় 'ভ্রমণ নমন'। আদতে ছবিটির প্রযোজক লন্ডনের এক কোম্পানি। লীনা যাদবের 'দ্য পার্চড'-এর প্রযোজকও বিলেতের মানুষ। পরিচালক লীনা শুধু ভারতীয়। তন্বিষ্ঠা চট্টোপাধ্যায় ছাড়া এই ছবিতে অভিনয়ে আছেন রাধিকা আপ্তে, যাঁরা খোলা শরীরের ছবিও দেখা যাবে এই সিনেমায়। প্রবাসী ভারতীয় প্যান নলিনের 'বিয়ন্ড দ্য নোন ওয়ার্ল্ড' ছবির শুটিং ভারতে হলেও বিষয় এবং চরিত্র নিউজিল্যান্ডের। ছবির অন্যতম প্রযোজকও ওখানকার। একমাত্র আংশিক ভারতীয় ছবিটি হচ্ছে অনাবাসী ভারতীয় অরুণ ফ্রাংকের তোলা 'ড্যাড হোল্ড মাই হ্যান্ড'। অভিনয়ে অধিকাংশ ব্রিটিশের পাশে আছেন একমাত্র রত্না পাঠক শাহ। আর পুরো ভারতীয় সিনেমা বলতে আছে মাত্র একটি হিন্দিতে 'দ্য নিউ ক্লাসমেট'। পরিচালক অশ্বিনী আইয়ার তিওয়ারি। ফিল্মস বুটিকের মতো নামী পরিবেশক রয়েছে এই ছবির দায়িত্বে। সুতরাং আন্তর্জাতিক বাজারে এই ছবি আশা করা যায় 'খাবে'। কিন্তু বছরে হাজার ছবি পয়দা করনেওয়ালার দেশে আর দ্বিতীয় ছবি নেই!

# কেন্দ্র অরুণাচলে 'খিচুড়ি' সরকার গড়তে চাইছে, অভিযোগ টুকির

**নয়াদিল্লি ও ইটানগর, ১৪ ফেব্রুয়ারি:** রাষ্ট্রপতি শাসন প্রত্যাহার করে অরুণাচলে 'খিচুড়ি' সরকার গড়তে চাইছে কেন্দ্র। তাই ১১ বিজেপি, দুই নির্দল বিধায়কের সঙ্গে কংগ্রেসের ২১ 'বিদ্রোহী' বিধায়ককে উড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ইটানগরে। পুরোটাই কেন্দ্রের 'ষড়যন্ত্র'। তবে শেষপর্যন্ত তা সফল হলে সেটা হবে একেবারেই 'অসাংবিধানিক' ও 'অবৈধ'। একইসঙ্গে রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতিরও সাংঙ্ঘাতিক অবনতি হবে। কারণ, গোটা বিষয়টি এখনও সুপ্রিম কোর্টের বিচারাধীন। সদ্য অরুণাচল প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীর তখত হারানো নাবাম টুকি রবিবার এই অভিযোগ করেছেন। টুকি এদিন বলেছেন, "আমি জানতে পেরেছি, কংগ্রেসের ২১ 'বিদ্রোহী' বিধায়ককে চার্টার্ড বিমানে প্রথমে অসম এবং পরে কপ্টারে ইটানগর উড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তালিকায় দুই নির্দল বিধায়ক ছাড়াও রয়েছেন বিজেপির ১১ বিধায়ক। এঁদের ইটানগরে দু'টি হোটেলে রাখা হয়েছে। রাজ্যপাল জি পি রাজখোয়ার সঙ্গে শীঘ্রই দেখা করবেন তাঁরা। তার পর কালিখো পলের নেতৃত্বে রাজ্যে সরকার গড়ার প্রস্তাব রাখবেন তাঁর কাছে।" অরুণাচলের সদ্য 'প্রাক্তন' মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ, কেন্দ্রের হস্তক্ষেপেই সব হচ্ছে। রাজ্য থেকে রাষ্ট্রপতির শাসন প্রত্যাহার তারই অঙ্গ। গোটা ঘটনার জন্য স্বরাষ্ট্র রাষ্ট্রমন্ত্রী কিরেন রিজিজুকেই দায়ী করেছেন টুকি।